সঙ্গীতসুধাঞ্জলি।

১১ নম্বর পটুয়াটোলা লেন, " কমলকুঞ্জ " নিবাসী

শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩৭।৩ হ্যারিসন রোড " কুইন প্রেস "

শ্রীমাণিকলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ ১৩৩৬

মূল্য " আস্বাদন "।

উৎসর্গ।

" কমলকুঞ্জ " সাধন-সমিতির পরম সুহৃদ্ ভগবৎ-প্রেমিক

ভক্তচূড়ামণি বৈকুণ্ঠবাসী

" নারায়ণ দাদার "

সরল বিমল আনন্দ-বিহ্বল অশ্রু-ঢলঢল বদনমণ্ডলের

পবিত্র মধুর দিব্য জ্যোতিঃ স্মরণ করিয়া তাঁহার

মুক্ত আত্মার শাশ্বতী শান্তি কামনায়

প্রেমময় প্রাণকান্তের শ্রীচরণে

ভক্তিভরে উৎসর্গ

করিলাম।

গোবিন্দলাল।

সূচীপত্র।

—)০(—

——)০(——

সঙ্গীতসুধাঞ্জলি।

কীর্ত্তনের সুর।

(সদা) আমার ভিতর আমি রব
(আর) প্রাণান্তেও কার' কাছে কভু না বাহির হব,
গৃহে বসি নিরজনে দিবসনিশি গোপনে
(আমি) পরাণনাথের সনে প্রাণে প্রাণে কথা কব,
আজীবন যে যাতনা সহেছি তা জানাব না
(শুধু) হাসিমুখে হাসিমাখা মুখপানে চেয়ে রব,
প্রাণের অজ্ঞাতসারে আঁখি দু'টী যদি ঝরে
(আমি) অমনি লুটিয়া পড়ি পা দু'খানি পাখালিব,
প্রাণেশ হাসিয়া যবে কোলে ক'রে তুলে লবে
(আমি) অমিয় পরশে তার সুখে আত্ম হারাইব,
জড়ায়ে ধরি প্রাণেশে প্রেমাবেশে অনিমেষে
(আমি) হেরিতে হেরিতে মুখ রাঙ্গা পায়ে মিশাইব। ১।

১৮ই বৈশাখ ১৩৩৪

বাউলের সুর।

ভাবের রাজ্যে চল সবে যাই
(সেথা) কারো কিছুর অভাব নাই,
(সবাই) ভাবের নেশায় (সদাই) মাতিয়া বেড়ায়
আপন-ভোলা প্রাণ-খোলা বগল বাজায়,
(সেই) ভাবময়কে বুকে ক'রে (সবাই) ভাবে বিভোর রয় সদাই ;
(সেথা) বড়ই মজা নাই রাজা কি প্রজা
দোষ গুণের ভাই ! নাহি বিচার নাই পূজা সাজা,
(শুধু) ভাবের ভাবী হ'লেই হ'ল (ও ভাই) আর কিছুই নাহি চাই ;
(সেথা) নাই বিদ্যা-বুদ্ধির (গরব) সুখ-সমৃদ্ধির
অনুভূতি হ্রাস-বৃদ্ধির শুদ্ধি-অশুদ্ধির,
(শুধু) সাধনার চরম সিদ্ধি (ও ভাই) দ্বৈত-জ্ঞানের বিন্দু নাই ;
(সেথা) নাই দেহ গেহ (শঙ্কা) সঙ্কোচ সন্দেহ
সবাই সেথা ভুঞ্জে সুখে স্থিতি বিদেহ,
(সদাই) নগ্ন প্রাণের আলিঙ্গনে (সেথা) বাহ্যজ্ঞান কাহারো নাই ;
(সেথা) নাই কেনাবেচা (ও ভাই) সুদের সুদকসা
আছে শুধু প্রাণঢালা ভাব ভালবাসা,
(সেথা) সবাই সঁপে সবার পায়ে (ও ভাই) যার যা কিছু আছে তাই ;
(সেথা) কেউ বলে না 'দাও' (সবাই) বলে 'নাও গো নাও'
সে রাজ্যে ভাই ! নেবার কাঙ্গাল পাবে না কোথাও,
(সবাই) তনু মন প্রাণ সব সঁপি (বলে) বল বল ভাই আর কি চাই ।২

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

বাউলের সুর।

তনু মন প্রাণ সঁপি যে জন বিকায়
(আমার) প্রাণনাথের প্রাণ-জুড়ান রাঙ্গা দু'টী পায়,
(ও সে) ভবের ভাবনা (কভু) কিছুই ভাবে না
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ দ্বন্দ্বের হাত এড়ায়,
(সদা) আনন্দে বিভোর থাকে
(ও সে) জ্বলে না ত্রিতাপ-জ্বালায় ;

(তার) মুখটীতে হাসি (সদাই) প্রাণটী উদাসী
আপনহারা ভাবে বেড়ায় হেথায় সেথায়,
(ও সে) প্রাণনাথকে বুকে ক'রে
(সদাই) হেসে খেলে দিন কাটায় ;

(তার) কাছে যে আসে (তারেই) ভালবাসে সে
আপন জ্ঞানে পাগল প্রাণে পায়ে তার লুটায়,
(ও সে) প্রেমাবেশে অনিমেষে
(তার) মুখপানে সদাই চায়,
(সারা) বিশ্ব-ভুবনে (ও সে) হেরে এক জনে
প্রাণ মন সঁপেছে সে যাহার চরণে,
(ও সে) ধ্যানে জ্ঞানে আন জানে না
(সদাই) হিয়ার ধন হেরে হিয়ায় ।৩।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

রামপ্রসাদী সুর।

(আমি) মায়ের কোলের শিশু হব
(সদা) সরল প্রাণে মুখপানে অনিমেষে চেয়ে রব,
মায়ের পায়ে পরাণ থুয়ে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে
(চির) জীবনের সুখ দুঃখ একেবারে ভুলে যাব,
অতীতের যা অভিজ্ঞতা পরে কি হবে তার কথা
(আমি) মন থেকে সব মুছে ফেলে জন্মের মত হাঁফ্ ছাড়িব,
অত শত না ভাবিব সতত শুধু হাসিব
(আমার) মায়ের হাসিমুখ হেরে সুখে আত্ম হারাইব,
বুকে ক'রে সেই হাসি থাকিব দিবস-নিশি,
(আবার) থেকে থেকে হেসে উঠে জগজ্জনে হাসাইব,
এই ভাবে টায়ে টায়ে বাকী কটা দিন কাটায়ে
(আমি) চরমে মার রাঙ্গা পায়ে হেসে হেসে মিশাইব। ৪।

১লা আষাঢ় ১৩৩৪

ঝিঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

তোমার চরণে নাথ! সঁপেছি পরাণ
তোমা বিনা আপনা নাহি জানি আন,
তোমারে হৃদয়ে রাখি সতত বিভোর থাকি
দিবস-নিশি নিরখি ও প্রেম-বয়ান,
পরশে নাথ! তোমারি আঁখি না মেলিতে পারি
অমিয়-পাথারে আমি হই নিমগন,
তোমারে স্মরি যখনি ভরিয়া উঠে অমনি
মাধুর্য্যরস-আবেশে হিয়া মন প্রাণ,
তব প্রেম স্মরি যেন আজীবন অনুক্ষণ
ও রাঙ্গা চরণে হয় দেহ-অবসান। ৫।

৭ই আষাঢ় ১৩৩৪

রামপ্রসাদী সুর।

(ও ভাই) ভাবের ঘরে চুরী ক'রে
(এই) ভবের হাটে বাহাদুরী কিন্‌তে কভু যেওনারে,
(ভাল) মন্দ ব'ল্লে তোমায়
তোমার তা'তে কি আসে যায়
(ও ভাই) তুমি কেমন জানে সে জন
যে আছে তোমার ভিতরে,
চেয়ে তার মুখটী পানে খাঁটী থেক' মনে জ্ঞানে
(ও ভাই) বাইরে আঁধার থাক্‌না কেন
আলো যেন জ্বলে ঘরে,
সে যদি ভাই ভালবাসে লোকের কাছে কাজ কি যশে
(ও ভাই) সবার হেয় হ'য়ে থেক
সদাই তারে বুকে ক'রে
বাইরে ভড়ং ভিতর ফাঁফা হ'য়ে ভবে বেঁচে থাকা
(ও ভাই) তার চেয়ে ত মরণ ভাল
বুঝে দেখ ভাল ক'রে,
তাইত বলি সত্যপথে থেক বুকে ক'রে নাথে
(ও ভাই) প্রাণান্তেও লোকের কাছে
বাহবা নিতে যেওনারে।৬।

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৪

ভৈরবী-আড়া ।

তাঁরে প্রাণভ'রে ভালবেস',
চরণে স'পি পরাণ আপনহারা হ'য়ে হেস' ;
সে প্রেম-বয়ান পানে আবেশে আকুল প্রাণে
দিবানিশি ধ্যানে জ্ঞানে চেয়ে থেক' অনিমেষ
তা'হলে হবেনা তব অনুমাত্র অনুভব
নিমেষে ভুলিবে সব শোক তাপ দুঃখ ক্লেশ ;
রবেনা কোন ভাবনা যাবে বাসনা কল্পনা
জুড়াবে সব যাতনা হ'লে তাঁর কৃপালেশ,
সে প্রাণ-রমণ সনে আঁখি-মিলনালিঙ্গনে
থেক' জাগ্রতে স্বপনে ভবে আসা হবে শেষ ।৭।

২৩শে আষাঢ় ১৩৩৪

রামপ্রসাদী সুর।

(ও ভাই) শূন্যপ্রাণে সদাই রবে,
ভবের ভাবনা ভুলে হেসে খেলে দিন কাটাবে,
সুখ দুঃখ তুচ্ছ ক'রে আনন্দে রবে বিভোরে
প্রাণনাথের রাঙ্গাপায়ে জড়ায়ে হেসে গড়াবে,
এলে বিপদ্ বিভীষিকা হ'ওনা ভাই ভেবাচেকা
পাশে আছে প্রাণসখা ডাক্‌লেই অম্‌নি সাড়া পাবে,
কেহ তোমার কোমল প্রাণে যদি কভু কুলিশ হানে
গায়ে না মাখিবে হেসে টেলে দিয়ে ভুলে যাবে,
অকূলে ভাসিবে যবে ভেবে আকুল নাহি হবে
মুখ্‌টী বুজে সকল স'বে কাহারো মুখ নাহি চাবে,
তাহ'লে নাথ তোমার থাকিতে নারিবে আর
ছুটিয়া আসি অমনি বুকে করে তুলে লবে,
বুকের ধনকে বুকে পেলে আবেশে যাবে রে গ'লে
আপনহারা হ'য়ে প্রাণনাথের পায়ে মিশে যাবে।৮।

২৪শে আষাঢ় ১৩৩৪

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরাট্ বিশ্বের অন্তরালে প্রণব-রোলের তালে তালে
প্রাণের দুলাল প্রাণের সাধে নেচে আমার প্রাণ মাতায়,
রবি শশী তারা সনে নাচে গগন-প্রাঙ্গণে
ধীর সমীরে ধীরে ধীরে নেচে কিশলয় কাঁপায়,
বিশাল বারিধি সনে নাচে সে গভীর স্বনে
উল্লাসে উথলি সদা সলিল রাশি ছড়ায়,
তটিনী-তরঙ্গ সঙ্গে নাচে কত রঙ্গ-ভঙ্গে
মৃদুল বায়ে দিবানিশি দুলে দুলে প্রাণ দোলায়,
নির্জ্জনে নির্ঝর সনে নাচে সে গিরি-গহনে
নীরদের সনে নেচে বিজলী বুকে জড়ায়,
দামিনী ক্ষণ-চমকে নাচে থমকে থমকে
খল খল হেসে হেসে ঢলে পড়ে মেঘের গায়,
আঁখির প্রতি নিমেষে নাচে সে মধুরাবেশে
হৃদয়-স্পন্দনে শ্বাসে নিয়ত নেচে বেড়ায়,
নাচে শিরা-ধমনীতে ধাবিত শোণিত-স্রোতে
অন্ত্রে রোমকূপে নাচে অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জায়,
সে নাটুয়া বুকে ক'রে এসেছি এ দেহ ধ'রে
সতত আছি বিভোরে আজীবন এ ধরায়,
বুকে করি সে নাটুয়া আবেশে ভরিয়া হিয়া
নাচিতে নাচিতে আমি উঠিব গিয়া চিতায়,
বুকে করি প্রাণরমণে চিতানল শিখাসনে
আনন্দে মাতিয়া নাচি মিশিব তার রাঙ্গাপায়।৯।

১০ই শ্রাবণ ১৩৩৪

ভৈরবী-কাওয়ালী ।

(ও মন) কেন এত খুজে মর
সবার ভিতর আছেন তোমার প্রিয়তম প্রাণেশ্বর,
দেখ্‌বার মতন দেখ্‌তে শেখ' চেয়ে চক্ষু বুজে দেখ'
পরাণকান্ত তোমার ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচর,
জলে স্থলে ব্যোমপথে হের তোমার প্রাণনাথে
কি স্বপনে কি জাগ্রতে দিবানিশি নিরন্তর,
শরীরী সে সব শরীরে তবে আবার ভাবনা কিরে,
সবাই তোমার প্রাণরমণ যা' দেখ জঙ্গম স্থাবর,
দেবতা দানব নর গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ কিন্নর
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর সবাই তাঁর রূপান্তর,
আছেন তিনি ভেক-ভুজঙ্গে বিহঙ্গে কীট-পতঙ্গে
তুরঙ্গ-কুরঙ্গরূপে ভ্রমেন বন বনান্তর,
দ্বিরদ ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ সারমেয় বৃক
তরক্ষু শৃগাল আদি তিনিই সকল বনচর,
ময়ূর ময়ূরী সনে নেচে বেড়ান বনে বনে
মীন কূর্ম্ম নক্র সনে আছেন জলধির ভিতর,
শৈল সরিৎ নির্ঝরিণী তরু লতা গুল্ম তিনি
পত্র পুষ্প ফল পল্লব তিনিই মধু মধুকর,
তাই বলি মন যারে পাবে তাতেই অম্‌নি ডুবে যাবে
তার ভিতরে দেখ্‌তে পাবে আছেন তোমার প্রাণেশ্বর,
প্রাণ ভরি সেই প্রাণেশ্বরে হৃদয়ে জড়ায়ে ধ'রে
থাক রে বিভোর হ'য়ে সতত নিশি-বাসর ॥১০॥

১১ই শ্রাবণ ১৩৩৪

মিশ্রখাম্বাজ-মধ্যমান।

অমিয় পাথারে ডুবে পিয়াসে সদা মরিনু
প্রাণবঁধু বুকে ক'রে বিরহ-ভয়ে ভরিনু,
পরশমণির খনি পেয়ে চির-ভিখারী হইনু
কোটী জন্মের হারানিধি পেয়ে পুনঃ হারাইনু,
নাথ আছেন সাথে সাথে তবু তারে না হেরিনু
অমিয়-মধুর বাণী শ্রবণে নাহি শুনিনু,
প্রাণঢালা প্রেম তাঁর প্রাণে কভু না বুঝিনু
সে বিমল প্রেমমধু-আস্বদন না পাইনু,
সতত আছি মিলনে জ্বলনে তবু জ্বলিনু
হারাই হারাই ভয়ে বিষাদে ডুবে রহিনু,
নিয়ত নিরাশ প্রাণে দিবস নিশি কাঁদিনু
দেখ' নাথ ! রেখ' রাঙ্গা পায়ে পরাণ সঁপিনু।১১।

২২শে শ্রাবণ ১৩৩৪

রামপ্রসাদী সুর।

(নাথ) তোমাতে আছি হে ভ'রে
(আমি) দেহেন্দ্রিয়-মনপ্রাণে সতত বহিরন্তরে,
রসনা নাসা নয়ন পরশ-জ্ঞান শ্রবণ
(নাথ) তোমাতে ভরিয়া আছে আর কিছু নাহি ধরে,
যা' দেখি দু'টী নয়নে এ-সারা বিশ্বভুবনে
(নাথ) তুমি হে রয়েছ ভরি হেরি সবার ভিতরে,
যা' কিছু শুনিহে কাণে সবই যেন হয় মনে
(নাথ) লহরে লহরে তব অধর-অমৃত ঝরে,
নাসায় সুরভি পূতি নাহি হয় অনুভূতি
(নাথ) তব পাদপদ্মগন্ধে আন সব ঘ্রাণ হরে,
তব নামামৃতে মোর রসনা সদা বিভোর
(নাথ) কটুতিক্ত কষায়াম্ল মধুর বুঝিতে নারে,
অমিয়-পরশে তব সিঞ্চিত সব অবয়ব
(নাথ) শীত উষ্ণ বাত বর্ষ কিছুনা বুঝিতে পারে,
পরাণ মন সতত তোমাতে আছে পূরিত
(নাথ) তোমাভরা হেরি আমি যা' আছে সব চরাচরে,
এহেন ভাবে মগন থাকি যেন আজীবন
(নাথ) তনু ত্যজি যেতে পারি তোমা ধনে বুকে ক'রে ।১২।

৩০শে শ্রবণ ১৩৩৪

সিন্ধুআড়া-ভৈরবী

যত ভালবাস তুমি তত অপরাধ করি
সে কথা যখনি স্মরি সরমে মরমে মরি ;
যতবার পড়ি আমি কোলে তুলে লহ তুমি
বুকে ক'রে মুখ চুমি মুছাও নয়ন বারি,
করমের ফলে যবে পরাণ জ্বলে নীরবে
জুড়াও সকল জ্বালা হৃদয়ে জড়ায়ে ধরি,
বিপদে হ'লে হতাশ অমনি ছুটিয়া আস
উল্লাসে উথলে প্রাণ তব হাসিমুখ হেরি,
রক্ষা কর ভয়-ত্রাসে সদা থাক পাশে পাশে
সব দুঃখ তাপ নাশ ভালবাস প্রাণ ভরি,
কে বল পরাণ ভ'রে এত ভালবাসে মোরে
পদে পদে অগণিত অপরাধ ক্ষমা করি,
তব প্রেম অতুলন স্মরি আমি আজীবন
আনন্দে আকুল প্রাণে অবিরাম যেন ঝরি,
চরমে ও মুখে হাসি হেরি প্রেমানন্দে ভাসি
চ'লে যাই তবরাঙ্গা পা দু'খানি বুকে করি। ১৩।

৬ই ভাদ্র ১৩৩৪

ভৈরবী—আড়া।

সব শূন্য মনে হ'লে
(নাথ) তোমার রাঙ্গাচরণ দু'টী ফুটে উঠে হৃৎকমলে,
আকুল পরাণে যবে নির্জ্জনে কাঁদি নীরবে
(নাথ) ছুটিয়া আসি অমনি কোলে ক'রে লহ তুলে,
যখন আপন জন না হেরে ফিরে নয়ন
(নাথ) হাসিমুখে মোর পানে চেয়ে থাক আঁখি মেলে,
যবে অন্তরে বাহিরে ঘেরে নিরাশা-তিমিরে
(নাথ) তখনি তোমার হাসি অমিয়-জ্যোতি উছলে,
সেই হাসি অনিমেষে হেরি মধুর আবেশে
(যেন) হাসিতে হাসিতে শেষে আলোয় অলোয় যাই চ'লে।১৪।

১১ই ভাদ্র ১৩৩৪

রামপ্রসাদী সুর।

(শুধু) তোমার হাসি মুখটী চেয়ে
(নাথ) আছি আমি আজনম রাশি রাশি দুঃখ স'য়ে ;
যতই কেন হোক যাতনা কিছুই অনুভব করিনা
(নাথ) তোমার হাসি মুখটী হেরে থাকি আত্মহারা হ'য়ে,
তোমার মুখে মধুর হাসি বুকে ক'রে দিবানিশি
(নাথ) প্রেমাবেশে সুখে ভাসি দুঃখের বোঝা মাথায় ল'য়ে,
তোমার অসীম প্রেম স্মরিলে পরাণ মম
(নাথ) আনন্দে উথলি উঠি ঝরে দু'টী নয়ন ব'য়ে ;
ওই হাসিমুখটী যেঁন হেরি আমি আজীবন
(নাথ) জীবনান্তে তোমার রাঙ্গাচরণতলে পড়ি শুয়ে ।১৫।

২রা কার্ত্তিক ১৩৩৪

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

পতির বুকে মেরে নাতি নাচে সতীর শিরোমণি
লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে হাসে লজ্জা-স্বরূপিণী,
বসন ফেলিয়া খুলে আলুথালু এলো চুলে
ছুটে বেড়ায় আপন ভুলে রণরঙ্গে উন্মাদিনী,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি প্রাণে ভরা প্রেমরাশি
করে বরাভয় অসি শিশুশশী-কিরীটিনী,
নয়নে বহ্নি-বিজলী তপনের সনে মিলি
প্রাণের তিমির নাশি খেলিছে দিন-যামিনী,
রাঙ্গা চরণের ভরে ধরা কাঁপে থরথরে
ভকতের ভয় হরে প্রাণ-মনোবিমোহিনী,
পাগল প্রাণে পাগ্‌লা মেয়ে আমার পানে আছে চেয়ে,
করুণা-কটাক্ষে তার বহে প্রেম-প্রবাহিনী,
সে আঁখিতে রাখি আঁখি আবেশে বিভোর থাকি
বুকে ক'রে দিবানিশি পাগ্‌লী মায়ের পা দু'খানি। ১৬।

শ্যামাপূজা ৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৪।

ভৈরবী—আড়া।

(নাথ) তোমার সনে সদাই রব,
(আমি) প্রাণান্তেও তোমায় ছেড়ে ঘরের বাহির নাহি হব,
গৃহে নিরজনে বসি হেরিব দিবস-নিশি
(আমি) আঁখিনীরে ভাসি হাসি-মাখা মুখশশী তব,
মুখ ফুটে আর কার' সনে কথা না কব জীবনে
(শুধু) সঙ্গোপনে তোমার সনে প্রাণে প্রাণে কথা কব,
যত প্রিয়জন আছে যাবনা আর কার' কাছে
(শুধু) তোমা ধনে প্রাণভ'রে বুকে ক'রে প্রাণ জুড়াব,
জীবনের যত স্মৃতি কল্পনা আর অনুভূতি
(নাথ) প্রাণ থেকে একেবারে মুছিয়া ফেলিব সব,
শূন্য প্রাণে স্থির নয়নে চেয়ে তোমার মুখপানে
(আমি) হাসিতে হাসিতে দেহ গেহ ছেড়ে চলে যাব ।১৭।

৮ই কার্ত্তিক ১৩৩৪

রামপ্রসাদী সুর।

(আমি) সকল সুখের স্বাদ পেয়েছি,

(নাথ) সুখের জ্বালায় জ্ব'লে ম'রে দুঃখের সুখে ভ'রে আছি,

সুখ ব'লে যা ধরি বুকে তাতেই মরি মহাদুঃখে

(তাই) সুখের স্মৃতি মুছে ফেলে দুঃখের জোরে বুক বেঁধেছি,

সুখের জ্বলন নিশি-দিবে সদাই জ্বলে নাহি নিবে

(নাথ) প্রাণ পুড়ে ছাই হ'য়েছে মোর জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়েছি,

সুখ যে আসে দুঃখের বেশে দুঃখ আসে হেসে হেসে

(নাথ) দেখে শুনে আজীবন এখন আমি বেশ বুঝেছি,

তাই ত নাথ মনে জ্ঞানে কিছুতে আর সুখ চাহিনে

(এখন) সুখ দুঃখ সকল ভুলে রাঙ্গা পায়ে প্রাণ সঁপেছি।১৮।

২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

(নাথ) তোমায় আমি চিন্‌তে নারি
(আমার) হৃদয় মাঝারে সদা আছহে হৃদয়-বিহারী,
সতত কত যতনে শত বিপদে রক্ষণে
(আমায়) বাঁচাও হে বিপদহারী মুছাও নয়নবারি,
যখন আমি হই হতাশ অমনি ছুটিয়া আস
(আমায়) কোলে ক'রে নিয়ে বস' মুখ চুমি বুকে ধরি,
এ ভব-সাগরে কত তরঙ্গ উঠে সতত
নাথ কত ক'রে বাঁচাও মোরে অকূলে তুমি কাণ্ডারী,
সঙ্কটে ঘোর বিপদে রক্ষা কর পদে পদে
(নাথ) এমনি অজ্ঞান আমি তবু না তোমারে স্মরি,
এই কর' প্রাণনাথ তুমি আছ সাথ সাথ
(সদা) মনে জ্ঞানে প্রাণে প্রাণে যেন হে বুঝিতে পারি।১৯
২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

অমন্‌ ক'রে আর কতকাল একভাবে মা থাক্‌বি খাড়া
ভোলার বুকটা ছেড়ে একবার পোলার বুকে নেবে দাঁড়া,
বুড়োর বুকের হাড় ক'খানা ভাঙ্গ্‌লে আর জোড়া লাগ্‌বে না
তাই বলি মা যত পারিস্‌ চেপে আমার বুক্‌টা মাড়া,
হৃৎপিণ্ড মোর যতই কড়া সে ত মা তোর হাতের গড়া
জানে না সে অন্য পরশ মা তোর পায়ের পরশ ছাড়া,
ননীমাখা পায়ের নাথি হৃদয়ে রাখিব গাঁথি
করিব মা প্রাণের সাথী শমন যখন দেবে তাড়া,
বুকে চেপে ধ'রে তোকে চোক দু'টী রেখে তোর চোকে
তোর নামের মা নোড়া দিয়ে ভাঙ্গব ছেঁচে যমের দাড়া।
২০শে চৈত্র

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

বিদেহ-মিলন সুখ দেহধারী কিবা জানে ?
দরশ বিনা পরশ-রস বহে প্রাণে প্রাণে,
দেহ কেন থাক্না দূরে দেহী আছে অন্তঃপুরে
প্রেমিক সদা ফিরে ঘুরে নেহারে সে মুখপানে,
যখন সে যেখানে যায় যে দিকে আঁখি ফিরায়
সারা বিশ্বভরা হেরে তাহার প্রাণের প্রাণে,
যখন যে রব সে শোনে অমনি তার হয় গো মনে
প্রাণধন যেন তার কথা কয় কাণে কাণে,
সব গন্ধের ভিতরে প্রেমিক সদা মনে করে
প্রাণনাথের পাদপদ্ম-সুরভি পশিছে ঘ্রাণে,
ধীর সমীর-পরশে অবশ হয় সে প্রেমাবেশে
নিজ প্রাণ-প্রিয়তম প্রেম-আলিঙ্গন জ্ঞানে,
সব রূপ-রব-রসে সব আঘ্রাণ-পরশে
বঁধুর মধুর মিলনে সে থাকে আত্মহারা প্রাণে,
বিদেহ-মিলনে হেন আজীবন থাকি যেন
পরাণ-বঁধুর সনে মিলি দেহ-অবসানে। ২০।

৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

বারোঁয়া—ঠুংরি।

(ওমন) তোমার ভাল কিবা জান ?
তাঁর উপর কর নির্ভর যাঁর পায়ে সঁপেছ প্রাণ,
তুমি যা' অমৃত বল হয় ত বা তা' হলাহল
আবার যা' ভাব গরল তাহাই অমিয়-খান,
শীতল যা' মনে কর তা'তেই হয় ত জ্ব'লে মর
পদে পদে প্রতারিত হইয়া হারাও জ্ঞান,
তাই দু'টী হাতে ধ'রে শুন রে মন বলি তোরে
ভাল মন্দ বিচার ছেড়ে নিবিরে তাঁর স্নেহের দান,
তোর যাতে মঙ্গল হয় ভাবেন তিনি সব সময়
এ ভবে বল্ কে আর তোরে ভালবাসে তাঁর সমান,
চরণে তাঁর সঁপি সব নিশ্চিন্ত থাক নীরব
নিশ্চয় করিবেন তিনি তোমার কল্যাণ বিধান। ২১।

১লা পৌষ ১৩৩৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

প্রাণ যে গেল জ্ব'লে
আজীবন প্রাণনাথ! তোমার বিরহানলে,
চির-প্রজ্জ্বলিত শিখা প্রাণ দহে প্রাণসখা
নিমেষ না দিলে দেখা রহিলে বল কি ব'লে,
যে আছে বিশ্বে যেখানে তোমাসনে প্রাণে প্রাণে
সদা প্রেম-আলিঙ্গনে বিভোর আছে সকলে,
তব পদে জন্মাবধি আছি আমি অপরাধী
তা' ব'লে কি নিরবধি ভাসিব নয়ন-জলে,
আর জ্বালা নাহি সয় প্রাণ পুড়ে ছাই হয়
স্থান দিও প্রেমময় শীতল চরণতলে,
অমিয় পরশে তব সব জ্বালা ভুলে যাব
মুখপানে চেয়ে রব আবেশে আপনা ভুলে
তুমি যবে বুকে ক'রে আদরে চুমিবে মোরে
অমনি সোহাগে ভ'রে একেবারে যাব গ'লে। ২২।

২২শে মাঘ ১৩৩৪

বারোঁয়া—ঠুংরি।

(নাথ) যা'দের প্রাণধন তুমি
(আমি) আনন্দে আকুল প্রাণে তা'দের দু'টী চরণ চুমি,
যারা তোমায় বুকে ক'রে সতত থাকে বিভোরে
(নাথ) তাদের চরণ পাবার আশে পাগল প্রাণে বেড়াই আমি,
যারা তোমায় ভালবাসে স্মরি নয়ন-জলে ভাসে
(নাথ) তাদের চরণ-কমলের রেণুর চির-কাঙ্গাল আমি,
যারা তোমায় ধ্যানে জ্ঞানে প্রেমাবেশে হেরে প্রাণে
(নাথ) তাদের চরণতলে লুটি পরাণ জুড়াই আমি,
যারা কভু আন জানে না তোমা বিনা আন ভাবে না
(নাথ) তাদের চরণ বুকে ক'রে আপনহারা হই আমি,
তা'দের চরণ-ধূলি মাখি সুখে নিমগন থাকি
(নাথ) জীবনান্তে যেন তোমার রাঙ্গাপায়ে মিশি আমি।২৩।

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৪

বাগেশ্রী—আড়া।

কি ব'লে ডাকিব তোমায় নাথ আমায় দাও হে ব'লে
আজীবন ডাকি তোমায় কই ত সাড়া নাহি দিলে,
কতকাল আর কেঁদে কেঁদে বেড়াইব পথে পথে
আকুলি-ব্যাকুলি প্রাণে ভাসিব নয়ন-জলে,
কভু কি দিবে না দেখা বল ওহে প্রাণসখা
অবিরাম জ্বলিব কি তোমার বিরহানলে,
সবার ভিতর আছ তুমি ভাবিয়া লুটাই আমি
যারে দেখি দু'নয়নে তাহারি চরণতলে,
আবেশে হারাই জ্ঞান তবু না জুড়ায় প্রাণ
নিমেষে আবার হিয়া হু হু ক'রে উঠে জ্ব'লে,
কবে সে দিন আসিবে কাঙ্গালে কৃপা করিবে
ক্ষমি সব অপরাধ মুখ চুমি লবে কোলে। ২৪।

১২ই ফাল্গুন ১৩৩৪

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কেঁদে সহসা আনন্দে ভরি
মহাভাবাবেশ-রসে আকুল হ'লেন হরি,
সে রস-পীযূষ পান-পিয়াসে ভকত-প্রাণ
অমনি অধীর হ'য়ে আসিলেন অবতরি,
জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচী মাতার উদরে
পশিলেন গোলোকের সিংহাসন পরিহরি,
পুণ্য মধু-পৌর্ণমাসী রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী
হরিনাম সুধাসিন্ধু প্লাবন ভুবন ভরি,
হেন সুমঙ্গল ক্ষণে জুড়াতে জগত-জনে
উদিলেন কোটী রাকা-শশী জিনি রূপ ধরি,
ব্যোম বিশ্বে হরিধ্বনি প্রণবে ধ্বনিত শুনি
আঁখি উন্মীলন করি হাসিলেন গৌরহরি,
হাসির সুষমা-জ্যোতি ছাইল গগন-ক্ষিতি
সে হাসিমুখ-মাধুরী হের দিবা-বিভাবরী,
স্মরি সে রূপ মোহন আজীবন অনুক্ষণ
প্রেমানন্দে প্রাণভরি সদা বল হরি হরি। ২৫।

২০শে ফাল্গুন ১৩৩৪

বাগেশ্রী—আড়া।

(গোরা) হরি ব'লে নাচে হরি ব'লে গায়
হরি ব'লে খেলা করে,
(আর) হরিনাম তার শ্রবণে পশিলে
অমনি নয়ন ঝরে,
(গোরা) হরি নামে মাতি থাকে দিবারাতি
হরি-প্রেমাবেশে ভ'রে,
(আর) হরি ব'লে হাসে হরি ব'লে কাঁদে
হরি বলে উচ্চস্বরে,
(গোরা) হরিবোল ব'লে টেনে লয় কোলে
দু'নয়নে হেরে যারে,
(আর) হরিবোল ব'লে মাতায় সকলে
পথে ঘাটে ঘরে ঘরে,
(গোরা) হরিবোল ব'লে পড়ে ঢ'লে ঢ'লে
কাঁদিয়া উঠে শিহরে,
(আর) চকিত নয়নে চাহে ক্ষণে ক্ষণে
অনিমেষে শ্বাস ধ'রে,
(গোরা) 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
লুটায় সবার দ্বারে,
(ওই) আবেশে বিভোর গৌর-কিশোর
তুলে লও বুকে ক'রে। ২৬।

২১শে ফাল্গুন ১৩৩৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

———

হৃদি-বৃন্দাবনে আজি দোদুল্যমান দোলনে
(আমার) প্রাণের দুলাল দোলে প্রাণের দুলালী সনে,
নব অনুরাগে ভরা দুঁহু প্রেমে দুঁহু হারা
(আজি) ফাগু রঙ্গে মাতোয়ারা দোলে সুখে দুঁহু জনে,
সখীগণ সবে মিলি আনন্দে খেলিছে হোলি
(তারা) কস্তুরী কুঙ্কুমাঞ্জলি দেয় দোঁহার শ্রীচরণে,
সে ফাগু মাখি সর্ব্বাঙ্গে সবে দেয় সবার অঙ্গে
(তারা) ভাসে সুখে প্রেমতরঙ্গে রঙ্গরস আলাপনে,
কেহ নাচে কেহ গায় হাসিয়া কেহ লুটায়
(তারা দুঁহু মুখপানে চায় নিমেষহীন নয়নে,
কেবা রাধা কে মাধব হয়না আর অনুভব
(তারা) প্রেমে অরুণিত আঁখি একই দেখে দুঁহু জনে,
এ হেন লীলা-মাধুরী নেহারি পরাণ ভরি
(আমি) আবেশে প্রবেশি যেন দোঁহার রাঙ্গাচরণে। ২৭।

দোলপূর্ণিমা ২২শে ফাল্গুন ১৩৩৪

পিলু—যৎ।

এ দেহ ছাড়িয়া আমি বিদেহ-নগরে যাব
বৈদেহী-নাথের রাঙ্গা চরণতলে লুটাইব,
দেহ ধ'রে অগণন আসি যাই পুনঃ পুনঃ
এবার দেহ ছেড়ে আমি আর না দেহ ধরিব,
দুঃখ-তাপ আছে যত দেহ-সনে বিজড়িত
দেহ পুড়ে ছাই হ'লে সব জ্বালা জুড়াইব,
দেহের ভিতর দেহী সনে থাকিব দেহ-ধারণে
বিদেহ-মিলন সুখ দিবস-নিশি ভুঞ্জিব,
সব দেহের ভিতরে হেরি মোর প্রাণেশ্বরে
আবেশে বিভোর প্রাণে জড়ায়ে বুকে ধরিব,
মোহনিয়া মুখে হাসি হেরি প্রেমানন্দে ভাসি
রাঙ্গা পায়ে প্রাণ সঁপি হাসিয়া দেহ ছাড়িব। ২৮।

২৪শে ফাল্গুন ১৩৩৪

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভুবনমোহন আমার প্রাণ-মোহনিয়া
সঁপেছি পরাণ তারে নিমেষ হেরিয়া,
নিমেষ দরশ পেয়ে অনিমেষে আছি চেয়ে
আনন্দে আপনা ভুলি আবেশে গলিয়া,
মোহনিয়া-আঁখি সনে দিবস-নিশি মিলনে
অমিয়-প্লাবনে আমি রয়েছি ডুবিয়া,
সারা বিশ্ব-ভরা দেখি সেই হাসিমাখা আঁখি
নিমেষ-বহীন সদা রয়েছে চাহিয়া,
সে মধুমাখা চাহনি সে হাসি-জ্যোতি-লাবণি
পরাণ ভরিয়া দেয় অমিয় ঢালিয়া,
সে আঁখিতে রাখি আঁখি আজীবন যেন থাকি
চরমে রাঙ্গা চরণে যাই গো মিশিয়া। ২৯।

২রা চৈত্র ১৩৩৪

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

সকল ছেড়ে 'ধর্‌গে যা রে নাথের রাঙ্গা পা দু'খানি
তা' হ'লে জনমের মত জুড়াবে হিয়া এখনি,
এরে ওরে তারে ধ'রে অকূলে কূল পাবি না রে
বিপদে শ্রীপদ বিনে নাহি আর অন্য তরণী,
নাথের চরণ পেতে হ'লে কাঁদ্‌তে হয় রে ফুলে ফুলে
'হা নাথ' 'হা নাথ' ব'লে ডাকিলে আসেন অমনি,
তিনি যে কিঃ কৃপাময় ভাব্‌লে পাগল হ'তে হয়
সবার মুখপানে চেয়ে আছেন দিবা-রজনী,
বিপদে কেউ পড়ে আছে সদাই থাকেন কাছে কাছে
না ডাকিলেও প্রাণের টানে ছুটিয়া আসেন আপনি
এ হেন প্রাণ-রমণে ভুলেও না পড়ে মনে
পরাণ আকুল হয় সে কথা ভাবি যখনি। ৩০।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

শ্রীরাগ।

(নাথ) আঁখি দু'টী মুদি হেরিব তোমারে
মুখ বুজে কথা কব,
(আর) পরশ-বিহীন প্রেম-আলিঙ্গনে
আবেশে বিভোর রব ;
(নাথ) কভু যদি তুমি চাহ মোর পানে
নয়ন ফিরায়ে লব,
(আর) প্রতি রোমকূপে কোটী আঁখি মেলি
হেরিব মাধুরী তব ;
(নাথ) মোর সনে যবে কথা কবে তুমি
গরবে রব নীরব,
(আর) নিভৃত স্পন্দনে লুটিবে হৃদয়
ও রাঙ্গা চরণে তব ;
(নাথ) ও পদ-পরশে কোটী জনমের
ভুলিব বেদনা সব,
(আর) পা'দুখানি বুকে জড়াইয়া সুখে
দিবস রজনী রব। ৩১।

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সকল কর্ম্মের ফল যদি মা একে একে ভুগ্‌তে হ'ল
তোর পায়ে সঁপিয়া প্রাণ তবে কি হইল ফল ?
তোর চরণ-কমল-ছায়া পেলে গো মা মহামায়া
ভেবেছিনু জন্মের মত পরাণ হবে শীতল,
সে আশায় মা প্রতারিত হ'য়ে হেরি বিপরীত
দ্বিগুণ সাজা দিস্‌গো তারে যারে মা তুই বাসিস্ ভাল,
খাদ্ কাটিয়ে নিতে তাকে পোড়াস্ মা তুই পুটপাকে
ভাল ক'রে জ্বেলে প্রাণে ত্রিতাপের তুষানল,
জানি তুই বাঁচাবি যারে বিষবড়ী মা দিস্ বিকারে
মন বুঝে ত প্রাণ বুঝে না তাই মা কেঁদে হই পাগল,
কবে মা তুই নিবি কোলে সব জ্বালা যাব ভুলে
হের্‌ব হাসি মুখখানি তোর প্রেমমাখা ঢলঢল ।৩২।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

কাফী-ঝাঁপতাল।

ভেসে যাই বেগে ভব-প্রবাহের তীব্র টানে
আকুল পরাণে মাগো চেয়ে তোর মুখপানে,
হাবুডুবু খাই যত ত্রাহি স্বরে ডাকি তত
কাতর ক্রন্দন মোর পশেনা কি তোর কাণে ?
মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাবাতে তরঙ্গের প্রতিঘাতে
উলটি পালটি পড়ি প্রবলতর তুফানে,
হাঙ্গর কুম্ভীর কত হাঁ ক'রে আছে সতত
দিবানিশি দংশে তারা বিষ ঢেলে দেয় প্রাণে,
জ্বলিতে জ্বলিতে ভেসে যাই যেন পাই শেষে
জুড়াবার স্থান মাগো তোর রাঙ্গা শ্রীচরণে। ৩৩।

১৩ই আষাঢ় ১৩৩৫

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সারা বিশ্ব ভরা হেরি তোমারি রূপ-মাধুরি
আনন্দে আত্ম পাসরি আছি হে প্রাণরমণ,
দিবসনিশি আবেশে চেয়ে থাকি অনিমেষে
ও প্রেম-বয়ান পানে আজীবন অনুক্ষণ,
তব প্রেমমুখ বিনে কিছু না হেরি নয়নে
কি জাগ্রতে কি স্বপনে তোমাতে আছি মগন,
অবিচ্ছিন্ন তোমাসনে এহেন মধুমিলনে
থাকি যেন মিশে শেষে ও রাঙ্গা পায়ে পরাণ ! ৩৪।

১৫ই আষাঢ় ১৩৩৫

বেহাগ-আড়া।

নিরুপম নবল কিশোর;
প্রাণের পরশমণি প্রাণেশ সে মোর
হাসিভরা মুখশশী অমিয় পড়িছে খসি
আনন্দে আকুল মোর নয়ন চকোর,
সে অমিয় রূপজ্যোতিঃ সারা বিশ্ব উছলতি
অন্তর বাহির মম ভুবন উজোর,
প্রেমময় প্রিয়তম সে যে প্রাণসখা মম
মধুর মোহন হাসে প্রাণমন-চোর,
সে প্রাণরমণ সনে চকিত আঁখি-মিলনে
দর দর দু'নয়নে বহে প্রেমঝোর,
নেহারি সে মুখপানে আছি জাগ্রতে স্বপনে
আবেশে নিমেষহীন আপনা-বিভোর।৩৫।

২৪শে আষাঢ় ১৩৩৫

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

ভবের কূলে দাঁড়িয়ে মন সদাই এত কাঁদ কেন ?
অকূলের কাণ্ডারী হরি সাথে সাথে আছেন জেন' ;
তাঁহারে ধরি হৃদয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড় নির্ভয়ে
তোমায় তিনি বুকে ক'রে তারিবেন করি যতন,
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে নাচাবেন রঙ্গে ভঙ্গে
তা' দেখে আতঙ্গে তুমি চকিত হবে যখন,
মুখ চুমি স্নেহ ভরে আশ্বাসি কত আদরে
তোমার বিপদ ভয় করিবেন সব নিবারণ,
তাই বলি ভব সাগরে ভয়ে আকুল হ'ওনা রে
তাঁহারে জড়ায়ে বুকে থাক' রে ভাই অনুক্ষণ,
তাঁর হাসিমুখ চেয়ে সতত থাক নির্ভয়ে
'যা' কর হে নাথ' বলি কর আত্মসমর্পণ। ৩৬।

৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩৫

ভৈরবী-কাওয়ালী।

গৌরীপতি হ'লে হে গৌরহরি;
লীলারসময়! তব নিত্যলীলা অভিনব,
জীব তরাতে ভবে এলে ভক্তবেশে অবতরি;
শিরে ছিল জটাজুট ক'রেছ তাহা মণ্ডিত
তাই সুরধুনী ধারা নয়নে বহিছে ঝরি,
ললাটের বহ্নি শশী মিশিল সর্ব্বাঙ্গে পশি
দিনকর-অরুণিমা আঁখি দু'টী করে চুরী;
করে ত্রিশূল ডমরু হ'ল দণ্ড কমণ্ডলু
প'রেছ তুলসীমালা অক্ষমালা পরিহরি;
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলিতে হে অবিরাম
এবে প্রেমে গদগদ মুখে বল হরি হরি;
উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে মাতি ধরা কাঁপাইতে
এবে সংকীর্ত্তনে মাতি ভূমে দাও হে গড়াগড়ি;
আবার উঠিয়া পুনঃ ভক্তে দাও আলিঙ্গন
লীলার মাধুরী তব হেরি যাই বলিহারি।

রামকেলী-আড়াঠেকা।

(নাথ) কবে তোমার কাছে যাব ?
তোমার চরণতলে লুটে তাপিত প্রাণ জুড়াইব
ম'র্‌তে এসে মর্ত্তে যত যাতনা সহি সতত
প্রাণ খুলে প্রাণনাথ ! সকল জ্বালা জানাইব,
তোমার পায়ে সঁপি প্রাণ তুষানলে আজীবন
জ্বল্‌তে হয় কি অনুক্ষণ এই কথাটী সুধাইব,
তোমা বিনা আপনার কেহ আর নাহি আমার
তাই ত প্রাণের বোঝা সব নামিয়ে পায়ে লুটাইব,
প্রাণনাথ ! দেখ' দেখ' ও রাঙ্গা চরণে রেখ'
তোমায় ছেড়ে আর আমি কভু না ভবে আসিব,
চরণতলে প'ড়ে রব মুখ ফুটে কিছু না কব
দর দর আঁখি জলে পা দু'খানি পাখালিব,
তুমি যবে মোর পানে চাহিবে কৃপা-নয়নে
আনন্দে গলিয়া তোমার রাঙ্গা পায়ে মিশাইব। ৩৭।

৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৫

রামপ্রসাদী সুর।

(ও ভাই) ভাব্‌লে পাগল হয় পরাণ,
(এই) বিশাল বিশ্বের অধীশ্বর সে যে আমার প্রাণরমণ,
কত কোটী কোটী ভানু যাহার চরণরেণু.
(ও ভাই) সেইত আমার মুখপানে চেয়ে আছে অনুক্ষণ,
যোগী ঋষি মুনি যারে ধ্যানে না ধরিতে পারে
(ও ভাই) সেইত মোরে বুকে ক'রে সতত করে যতন,
বিধি বিষ্ণু পুরন্দর শঙ্কর যার কিঙ্কর
(ও ভাই) সেইত মম ভৃত্যসম নিত্যকাজ করে সাধন,
অযাচিত অনুপম এ হেন প্রেম অসীম
(ও ভাই) আজীবন স্মরি আমি আছি সুখে নিমগন,
চরমে সে মুখপানে চেয়ে আত্মহারা প্রাণে
(ও ভাই) হাসিতে হাসিতে যেন আবেশে মুদি নয়ন।

৩৮।

২০শে ভাদ্র ১৩৩৫

মিশ্রললিত—একতালা।

(নাথ) তোমার চরণ-রেণুতে নিহিত
আছি আমি চিরজনম,
(নাথ) তোমার চরণ-রেণু মুকুরিত
আমার নিভৃত মরম;
(আমি) যা' ভাবি যখন যা' কিছু করি হে
সকল চিন্তন করম,
(নাথ) তোমার চরণ-রেণুতে স'পিত
সতত কি সম বিষম;
(আমার) বাসনা কল্পনা আশা উদ্দীপনা
শম দম যম নিয়ম,
(নাথ) তোমার চরণ-রেণুতে রঞ্জিত
সকল সাধন উদ্যম;
(নাথ) তোমার চরণ-রেণু বুকে করি
এ ভবে আমার আগম,
(যেন) তোমার চরণ-রেণু সুবাসিত
হয় মম শ্বাস চরম। ৩৯।

৮ই আশ্বিন ১৩৩৫

বারোঁয়া—ঠুংরি।

যাদের আপন ভাব মন,
তাদের তরেই হিয়ায় সদা হুহু জ্বলে হুতাশন,
যাদের তুমি বুকে ক'রে যতনে রাখ আদরে
তারাই তোমায় দিবানিশি চরণে করে দলন,
ভুলিয়া আপন জনে ক'রেছ প্রেম যাদের সনে,
তারাই তোমার সরল প্রাণে গরল ঢালে অনুক্ষণ,
যাদের জন্য অবিরত বেড়াও পাগলের মত
তারাই দাগা দেয় সতত কত শত অগণন,
তাই বলি মন তোমার যারা প্রাণের পুতুল নয়ন-তারা
তাদের তরে আপনহারা হওনারে অচেতন,
ভবের গতিক ভেবে দেখ' প্রাণের ধনকে বুকে রেখ'
হাস্যমুখে সদাই থেক' করি আত্ম-সংগোপন,
কেহ রে তোর নাই এমন বুঝ্‌বে যে প্রাণের বেদন
চুপ্‌টী ক'রে থাক্‌রে প'ড়ে জড়িয়ে বুকে তাঁর চরণ। ৪০।

৩০শে কার্ত্তিক ১৩৩৫

খাম্বাজ—আড়া।

তুয়া পদে নাথ ! সঁপেছি পরাণ,
তুয়া বিনে এ জীবনে নাহি জানি আন,
তুয়া সনে প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গনে
আবেশে বিভোর থাকি হারায়েছি জ্ঞান,
তুয়া পরসঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
আপনা পাসরি আছি সুখে ভাসমান,
তুয়া রাঙ্গা চরণ পরাণ-জুড়ান
সাধন-ভজন-ধন আরাধন ধ্যান,
তুয়া মধুমাখা নাম প্রাণসখা
রসনায় গান করি প্রাণ ভরি পান,
তুয়া দরশন নয়ন-রসায়ন
প্রাণ-মনোমোহন প্রেমরস-খান,
তুয়া পরশন হে প্রাণরমণ
পিয়াসে তৃষিত চিত আকুলিত প্রাণ,
তুয়া দু'টী চরণ জড়ায়ে হৃদে যেন
দেখ' নাথ ! হয় মম দেহ অবসান। ৪১।

৫ই পৌষ ১৩৩৫

বারোঁয়া—ঠুংরি।

(ওমন) দেখ্‌না একবার হ'য়ে তার
সঁপি তনু মনপ্রাণ যা' কিছু তোর আছে আর,
তুই যদি মন হ'স্‌রে তার সে হবে তোর আপনার
আপন হ'তেও আপন হ'য়ে বইবে রে তোর সকল ভার,
অকূলে তোর ভয় কি আর সেযে রে তোর আপনার
ছুটে এসে এখনি সে বুকে ক'রে ক'র্‌বে পার,
কচি ছেলের মতন ক'রে নির্ভর সব তাঁর উপরে
চুপ্‌টী ক'রে থাক্‌গে ব'সে মুখ্‌টী পানে চেয়ে তার
মায়ের মতন যতন ক'রে ডানার ভিতর রাখ্‌বে তোরে
পাখীর ছানার মতন মুখে আনিয়া দেবে আদার,
ত্রিতাপ-জ্বালায় কাতর হ'লে অম্‌নি তুলে নেবে কোলে
মুখ চুমি হৃদে ধরি দূর করিবে দুঃখ-ভার,
থাক্‌তে এমন প্রাণরমণ যার তার কাছে যাস্‌ কেন মন
হন্যে হ'য়ে বেড়াস্‌ ছুটে সদাই করিস্‌ হাহাকার,
তাই বলি মন ধৈর্য্য ধ'রে নীরবে স'ব সহ্য ক'রে
থাক্‌রে বিভোর হ'য়ে বুকে জড়িয়ে দু'টী চরণ তার,
তা হ'লে মন দেখ্‌বি তখন জুড়াবে তোর সব জ্বলন
বুঝ্‌বি "আত্ম-সমর্পণই" সিদ্ধি সর্ব্ব সাধনার। ৪২।

৬ই পৌষ ১৩৩৫

আলেয়া ভৈরবী—আড়া।

কেমনে ভুলিব নাথ! স্মৃতি অনুভূতি সব?
সতত তোমারে স্মরি প্রেমে আত্মহারা হব;
হরষ না হবে সুখে কাতর না হবে দুঃখে
তোমারে জড়ায়ে বুকে আবেশে বিভোর রব;
নির্দ্বন্দ্ব হইবে প্রাণ ঘুচিবে বৈষম্য জ্ঞান
তোমা বিনা কিছু আন নয়নে নাহি হেরব;
বাহ্যদৃষ্টি বিরহিত তোমাতে রব নিহিত
শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ শ্বাস বিলুপ্ত হইবে সব;
চাহি তব মুখপানে নিমেষ-হীন নয়নে
প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গনে দিবস রজনী রব;
হাসিমুখে যবে তুমি কোলে লবে মুখ চুমি
হাসিতে হাসিতে আমি মিশিব চরণে তব।৪৩।

১১ই পৌষ, ১৩৩৫।

ঝিঁঝিট.খাম্বাজ—কাওয়ালি।

(নাথ) সে আঁখি কবে খুলিবে?
তোমার মধুমাখা রূপ সারা বিশ্বে নিরখিবে;
কি ভুবনে কি গগনে চেতনে কি অচেতনে
তব হাসিমুখ নাথ! দিবস-নিশি হেরিবে?
জাগ্রতে স্বপনে কবে মৃদুল মধুর রবে
মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণে আসি পশিবে?
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মম ওহে প্রাণ-প্রিয়তম
সর্ব্বাঙ্গ-সুরভি তব নিয়ত কবে বহিবে?
ভুলি সব আস্বাদন কবে হে প্রাণ রমণ
তব নামসুধা পানে রসনা ম'জে রহিবে?
সবার পরশে কবে তব অনুভূতি হবে
আবেশে গলিবে প্রাণ আঁখি দু'টী নিমীলিবে।৪৪।

১৭ই পৌষ, ১৩৩৫।

বেহাগ—একতালা।

(আমার) সকল জ্বলন জুড়ান রতন
ও রাঙ্গা চরণ দু'টী,
(তাই) বুকে করে আমি সারা দিবাযামী
জড়ায়ে থাকি লিপটি ;
(আর) তব ননীমাখা পা দু'খানি সখা
হৃদে বাঁধি আঁটি সূঁটি,
(আমি) অতৃপ্ত পরাণে বিলুপ্ত চেতনে
থাকি নাহি মুখ ফুটি ;
(নাথ) ও দু'টী চরণ ভুলিয়া যখন
ধরি এটী ওটী সেটী,
(আর) জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এখানে সেখানে
যেখানেই যাই ছুটি,
(আমার) হিয়ার আগুণ জ্বলে হে দ্বিগুণ
প্রাণে বাজ পড়ে টুটি,
(তাই) ছুটিয়া আবার আসিহে তোমার
রাঙ্গা পায়ে পড়ি লুটি ।৪৫।

২১শে পৌষ ১৩৩৫।

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) মঙ্গলামঙ্গল দাওহে সকল
তুমি সুমঙ্গলধাম,
(আমার) বিপদের বল সম্পদে সম্বল
তোমারি মঙ্গল নাম;
(আমার) অভাব বৈভব সুখ দুঃখ সব
সফল বিফল কাম,
(আমার) সুকৃত দুষ্কৃত সকলি সঁপিত
তুয়া পদে প্রাণারাম;
(আমার) ভয় বা অভয় জয় পরাজয়
বিষয়ে রতি বিরাম,
(আমার) ধরমাধরম করম মরম
তুয়া পদে পরিণাম:
(আমার) সাধন ভজন সরবস ধন
তুমি হে গতি পরম,
(নাথ) বুকে করি যেন ও রাঙ্গা চরণ
ছাড়ি হে শ্বাস চরম।৪৬।

২৬শে পৌষ ১৩৩৫।

রামপ্রসাদী সুর।

(তারে) কেউ কি ভাই দেখেছিস্ তোরা ?
(বল্) কোথায় আছে লুকায়ে সে যে আমার প্রাণ-মনচোরা
সদা আঁখি অন্তরালে থাকি লুকোচুরী খেলে
(ওসে) ফাঁকি দিয়ে বেড়ায় মোরে কভু নাহি দেয় ধরা ;
মনে হয় এই ধরি ধরি তবু না ধরিতে পারি
(তারে) ধরিব কি হেরিলে যে অমনি হই আপনহারা ;
সে প্রেমমাখা বয়ান হেরিলে হারাই জ্ঞান
(ও তার) হাসিমাখা আঁখি তু'টী পলকে পরাণহরা ;
আশী লক্ষ জন্ম ধ'রে আকুল প্রাণে খুঁজি তারে
(সদা) হেথা হোথা সেথা ক'রে সারা বিশ্ব বসুন্ধরা ;
তো'দের তু'টী পায়ে ধরি ব'লে দে ভাই দয়া করি
(আমি) কোথায় গেলে পাব তারে যে আমার প্রাণ পাগল করা ;
পেলে তারে প্রাণ জুড়াব তোদের পায়ে বিকাইব
(আমি) হারানিধি বুকে ক'রে প্রেমাবেশে রব ভোরা ।৪৭।

২৯শে পৌষ, ১৩৩৫ মকর সংক্রান্তি।

ভৈরবী—আড়া।

(নাথ) তোমায় বুকে ক'রে রব,
জাগ্রতে স্বপনে ধ্যানে ও প্রেমমুখ হেরব ;
অধরে সুমধুর হাসি নয়নে প্রেম-সুধারাশি
(নাথ) আনন্দে বিভোর প্রাণে হেরি আপনহারা হব ;
ও দু'টী আঁখিতে আঁখি নিমেষ-বিহীন রাখি
(নাথ) নীরবে তোমার সনে প্রাণে প্রাণে কথা কব ;
সতত তোমারে বুকে ক'রে রব মহাসুখে
(নাথ) অমিয় পরশে তব জুড়াব যাতনা সব ;
ননীমাখা পা দু'খানি প্রাণের পরশমণি
(নাথ) দিবস রজনী প্রাণে যতনে গাঁথিয়া থোব ;
হাসিমুখে তুমি যবে মোর মুখ পানে চাবে
(নাথ) আবেশে গলিয়া আমি পশিব চরণে তব ।৪৮।

২রা মাঘ, ১৩৩৫ ।

বেহাগ—আড়া।

কবে বা হবে এমন ?
'হা নাথ' বলি নিয়ত ঝরিবে দু'টী নয়ন ;
কবে জাগ্রতে স্বপনে হেরি সে প্রাণরমণে
অনিমেষে প্রেমাবেশে সতত রব মগন ;
কবে সে প্রাণেশে প্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে অনুমানে
জড়ায়ে প্রেম-আলিঙ্গনে রব আমি অনুক্ষণ ;
কবে আত্মহারা প্রাণে সে প্রিয় প্রাণরমণে
হেরি চেতন-অচেতনে রব সুখে অচেতন ;
কবে বা দিবসনিশি সে মুখশশীর হাসি
ঢালিবে অমিয়রাশি ভুবন করি প্লাবন ;
কবে সে রূপ মোহন ভরিবে পরাণ মন
হেরিব স্মরিব সুখে ভুলি অস্তিত্ব আপন।৪৯।

২৯শে মাঘ, ১৩৩৫।

কীর্ত্তনের সুর।

প্রাণনাথ ! তোমায় বুকে ক'রে
আমি যখন যেখানে যাই সবাই আদর করে মোরে ;
যার যা' আছে প্রাণের কথা ব'লে জুড়ায় প্রাণের ব্যথা
সবাই তাদের আপন হ'তেও আপন আমায় মনে ক'রে ;
চেয়ে মোর মুখপানে থাকে আত্মহারা প্রাণে
আমার ভিতর তাদের প্রাণধন হেরে প্রেমে ভ'রে,
শিশুবৃদ্ধ নরনারী কেন যে বুঝিতে নারি
আমার মুখে তোমার কথা শুনলে ভাসে নয়ন লোরে ;
আবেশে আপন ভুলে লুটায় তোমার চরণমূলে
তাদের চরণ পরশে মোর নয়ন ঝর ঝর ঝরে ;
হেন প্রেমে নিমগন থাকি যেন অনুক্ষণ
তোমায় বুকে ক'রে নাথ বেড়াই সবার দোরে দোরে।৫০।

২৪শে মাঘ, ১৩৩৫।

কীর্ত্তনের সুর।

তুঁহি আমার গতি ;
তুয়া বিনা আন না জানে পরাণ
তুহি পরাণপতি ;
তুয়া মুখপানে আকুল পরাণে
চেয়ে থাকি দিবারাতি ;
তুয়া আঁখি সনে আঁখির মিলনে
নিমেষে আবেশে মাতি ;
তুয়া মুখে হাসি হেরি সুখে ভাসি
অমিয়-উছল ভাতি।
তুয়া পরশনে রসের প্লাবনে
নিমগন হয় ছাতি ;
তুয়া মুখে বাঁশী ঢালে সুধারাশি
শুনি সদা কাণ পাতি,
তুয়া রাঙ্গা দু'টী চরণে লিপটী
থাকে যেন মোর মতি।৫১।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৫।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কি খেলা খেলাও নাথ আজীবন মোর সাথ
বজ্রে চূর্ণ করি মাথ মধুর মুচকি হাস;
ক্ষম দোষ অগণিত তবু ত কর মথিত
প্রাণ মোর প্রাণনাথ! নিয়ত নিশিদিবস;
মরমে কুলিশ হানি যতনে মাখাও ননী
একি লীলা নাহি জানি প্রাণ বধি ভালবাস,
তুষানলে অনুক্ষণ হৃদয় করি দহন
হাসিমুখে আসি তাহে আসন পাতিয়া বস;
কতকাল ভুজঙ্গম মরমে দংশিছে মম
তুমি প্রাণ-প্রিয়তম তা' দেখে কর উল্লাস;
নিজ করমের ফলে প্রাণ যবে হুহু জ্বলে
হাসিতে হাসিতে তুমি তাহাতে কর বাতাস;
এ খেলা খেলিতে ভালবাস তুমি চিরকাল
তাই তব লীলা পুষ্টি করিছে ধরিয়া শ্বাস;
দেখ' খেলা সাঙ্গ হ'লে সঙ্গে নিও সঙ্গী ব'লে
স্থান দিও ঐ চরণ তলে ক'রনা নাথ নিরাশ।৫২।

১লা চৈত্র, ১৩৩৫।

কাফী—ঝাঁপতাল।

তুমি নাথ ভুলিলেও আমিত জানিহে মনে
কত কোটী অপরাধ ক'রেছি রাঙ্গা চরণে ;
অসীম করুণা তব ক্ষমা করিয়াছ সব
তবু নিত্য অভিনব দোষ করি জেনে শুনে ;
ভাল মন্দ বুঝি আমি তবু ত দিবসযামী
হই হে কুপথগামী পদে পদে প্রতিক্ষণে ;
যা' করিলে হিয়া জ্বলে নিমেষে তা' যাই ভুলে
তাই পুনঃ কুতূহলে মাতি হে গরল পানে ;
তুমি নাথ ! কত ক'রে সতত বুঝাও মোরে'
জুড়াও সকল জ্বালা হৃদয়ে ধরি যতনে ;
তব প্রেম সদা স্মরি সরমে মরমে মরি
প্রাণ জ্বলে হু হু করি অনুতাপ হুতাশনে ;
কাতর ব্যথিত প্রাণে আজীবন ধ্যানে জ্ঞানে
চেয়ে আছি মুখপানে নিমেষ-হীন নয়নে ;
দেখ' জীবনান্ত কালে ভুলিও না এ কাঙ্গালে
কোলে করে নিও তুলে আদরে চুমি বদনে !৫৩।

৬ই চৈত্র ১৩৩৫।

খাম্বাজ- মধ্যমান।

ও রাঙ্গা চরণ রেণু ছড়াব বিশ্ব ভুবনে
স্থাবর জঙ্গমে আজি সব চেতনাচেতনে ;
নিজ অঙ্গে মাখি রঙ্গে মাখাব সবার অঙ্গে
অপূর্ব্ব উল্লাসে মাতি মাতাব জগত-জনে ;
সে অরুণ রেণুরাশি-মাখা রবি তারা শশী
হেরিব আনন্দে ভাসি সে রেণু-ভরা গগনে ,
বিশাল এ বসুন্ধরা সে রাতুল রেণু-ভরা
হেরিব আপনহারা সে রেণু-ভরা নয়নে ,
বিহঙ্গে কীট পতঙ্গে মাখাব সে রেণু রঙ্গে
নদী নির্ঝরিণী সিন্ধু তরুলতা গুল্মগণে ,
এস আছ যে যেখানে প্রেমে অরুণিত প্রাণে
হোলি খেলি সবে মিলি বুকে করি প্রাণধনে।৫৪।
১১ই চৈত্র দোল পূর্ণিমা ১৩৩৫।